গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা।

স্মারকনং: ১২.১১.০০০০.০১২.৯৯.০০১.১৬ - ২৫৩১/১(১৮)

তারিখ: ২১/১২/১৭

প্রাপক,
অতিরিক্ত পরিচালক,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
..... অঞ্চল।

বিষয়: ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষার্থে করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ হতে জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত সারা দেশে ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ বিরাজমান থাকে। এজন্য কোন অবস্থাতেই যেন বোরো বীজতলা, বোরো ধানের ক্ষেত সহ অন্যান্য ফসল যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ থেকে বোরো বীজতলা, বোরো ধানের ক্ষেত সহ অন্যান্য ফসল রক্ষার জন্য এতদসংগে এ সংক্রান্ত একটি করণীয় সংযুক্ত করা হল। এ বিষয়ে আপনার অঞ্চলের জেলা ও উপজেলায় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

২১/১২/১৭

(অমিতাভ দাস)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন : ৯১৩১২৯৫
ইমেইল: dppw@dae.gov.bd

সংযুক্তি ঃ দুই (২) পাতা

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:
১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যার্থে:
১. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।

ঘন কুয়াশা এবং শৈত্য প্রবাহ থেকে ফসল রক্ষার্থে করণীয়

বোরো ধানঃ

বোরো ধানের চারা ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ হলে মারা যেতে পারে। কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে কুশির বাড়-বাড়ন্ত কমে যায় ও গাছ হলুদ হয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের শেষ হতে জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত সারা দেশে ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ বিরাজমান থাকে। এ কারণে কোন অবস্থাতেই বোরো বীজতলা বা বোরো ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ হতে বোরো বীজতলা বা বোরো ফসল রক্ষার জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করা হল।

১. শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি দিয়ে দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে যাতে বীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রাতে খোলা রাখতে হবে।প্রয়োজনে বীজতলায় বাঁশের অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা যেতে পারে।
২. প্রতিদিন সকালে বীজতলার পানি বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিতে হবে।
৩. সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিলে চারা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় এবং স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে।
৪. বীজতলায় সাধারণভাবে ৩-৫ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে যাতে করে বীজতলার তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি হয় এবং চারার ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৫. শৈত্য প্রবাহ চলাকালীন সময়ে চারা উত্তোলন না করে কয়েকদিন চারা রোপন বন্ধ রাখা ভাল।
৬. কুয়াশা কেটে গেলে বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।
৭. রোপনের জন্য কমপক্ষে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের সময় প্রতি গোছায় ২/৩ টি চারা রোপন করতে হবে।
৮. রোপনের পর কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমিতে ৫-৭ সে.মি. পানি রাখতে হবে।
৯. থোড় বা শিষ অবস্থায় নিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করলে ধানের ক্ষেতে ১০-১৫ সে.মি. পানি রাখতে হবে।
১০. বোরো মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে স্বল্প জীবনকালের জাত সমূহের ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপনের মাধ্যমে কাইচথোড় বা থোড় অবস্থায় সংকটময় নিম্ন তাপমাত্রা এড়ানো যায় এবং চিটা সমস্যা মোকাবেলা করা যায়।

সরিষা, মসুর ও খেসারিঃ

- তীব্র শীতে ও ঘন কুয়াশায় সরিষা, মসুর ও খেসারি ফসলে ছত্রাকজনিত রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে। সেজন্য ইপ্রোডিওন ১৭.৫% + কার্বেন্ডাজিম ৮.৫% গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন ইপ্রোজিম ২৬ ডব্লিউপি (১মি.লি./ লি. পানি) অথবা ইপ্রোডিওন গ্রুপের ছত্রাকনাশক রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি/ রোভানন ৫০ ডব্লিউপি নামক ছত্রাকনাশক (১ গ্রাম/ লি. পানি) মিশিয়ে ৭ দিনের ব্যবধানে দু'বার এ সব ফসলে স্প্রে করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

টমেটোঃ

- তীব্র শীতে টমেটো ফসলে লেট ব্লাইট রোগের আক্রমণ হতে পারে। এজন্য ৭ দিনের ব্যবধানে ২ বার প্রতি লিটার পানিতে ২-২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক অথবা বর্দোমিক্সার এ ফসলে ভালোভাবে স্প্রে করার ব্যবস্থা অনিতিবিলম্বে নিতে হবে।

আমঃ

- ঘন কুয়াশায় আমের মুকুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকম আবহাওয়ায় প্রতিরোধক হিসেবে ফুল ফোঁটার আগে বর্দোমিক্সার অথবা প্রপিকোনাজল গ্রুপের টিল্ট ২৫০ ইসি/ প্রপিকোন ২৫০ ইসি (.৫ মি.লি./ লি. পানি) অথবা হেক্সাকোনজল গ্রুপের কনটাফ ৫ ইসি/ হেক্সা ৫ ইসি/ সাহবাব (২মি.লি/ লি. পানি) অথবা মেনকোজেব গ্রুপের ইনডোফিল এম ৪৫ অথবা সালফার গ্রপের থিওভিট (২ গ্রাম/ লি. পানি) হারে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া এ সময় শোষক পোকার (হপার) আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য কার্বাইল/ ক্লোরোপাইরিফোস+সাইপারমেথ্রিন/ সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক অনুমদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

পানের পাতা ঝরাঃ

- তীব্র শীতের কারণে অনেক সময় পানের পাতা ঝরে যেতে পারে। পানের বরজের চারপাশে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিলে তীব্র শীতের হাত হতে রক্ষা করা যায়।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা